



কৃষকসাথী - সাটসা , পুরুলিয়া

বিগত বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ সাটসা , পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক দায়বদ্ধতায় বহুমুখী কাজ করে চলেছে যেমন - রক্তদান শিবির , দুস্থ-কৃষক সন্তানদের পড়াশুনোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান , বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাখা প্রদান , নতুন নতুন ফসলের জাত জনপ্রিয়করণ , প্রগতিশীল কৃষকদের কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রদান এবং আরো অনেককিছু । এমত অবস্থায় আমরা সাটসা , পুরুলিয়া কৃষক সমাজের উন্নতিকল্পে নতুনকিছু করার চিন্তাভাবনা করি ।

পুরুলিয়া জেলায় প্রায় ৩,৫০,০০০ কৃষক পরিবার রয়েছে কিন্তু এইমুহূর্তে আমাদের কৃষি-সম্প্রসারণ কর্মীর সংখ্যা সাকুল্যে ১১০ জনের অধিক নয় । ফলস্বরূপ প্রায় তিন সহস্রাধিক কৃষক পরিবার পিছু ১ জন সম্প্রসারণ কর্মী রয়েছেন । প্রতিদিন যদি সে ১০টি পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে তাহলেও সকলকে পরিষেবা দিতে ১ বৎসরকাল ব্যয় হবে । এইচিত্র পশ্চিমবঙ্গের কৃষিদপ্তরে কমবেশি সর্বত্রই বিদ্যমান । আমাদের কৃষক সম্প্রদায় তার নতুন প্রজন্মকে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ তার মূল কারণ কৃষির সঠিক বাণিজ্যিককরণ না হওয়া । কিন্তু আমাদের এই নতুন প্রজন্মের হাতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের অসীম ক্ষমতা রয়েছে । এই ক্ষমতাকে কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত করাই আমাদের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ ।

উপরক্ত সমস্যাগুলির দূরীকরণ এবং কৃষিবিমুখ নবপ্রজন্মকে সঠিক অভিমুখ দেওয়ার জন্য বেশ কিছু সম্ভবনার কথা মাথায় আসে । এখন গ্রামাঞ্চলে নবপ্রজন্মের হাতে Android ফোন এবং ইন্টারনেটের সংযোগ রয়েছে এবং যাত্রার ব্যবহারে তারা যথেষ্ট পটু । এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষির সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির সম্বন্ধয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে আমাদের হাতে মূলত দুটি পদ্ধতি বর্তমানে চালু রয়েছে - ফেসবুক এবং হোয়াটস অ্যাপ । তুল্যমূল্যে বিচারে ফেসবুকে যেকোনো বিষয়বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কিন্তু এরজন্য ইন্টারনেটের সংযোগ যথেষ্ট সবল হতে হয় । গ্রাম্যঅঞ্চলে সবজায়গায় যা পাওয়া সম্ভব নয় । সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে হোয়াটস অ্যাপ অধিক গ্রহণযোগ্য ।

১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত্রি ১টার সময় গ্রুপটি তৈরী করার কাজ শুরু হয় । প্রায় ২৪০ জনের (২০০ জন চাষী ও ৪০ জন সদস্য) গ্রুপ গঠন রাত্রি ৪ ঘটিকায় শেষহয় । এই কাজটি মধ্যরাতে সম্পূর্ণ করার পিছনে মূল কারণ ছিল পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যেন চাষীদের মধ্যে বিশ্রান্তি না ছড়ায় এবং সকালবেলা উঠেই তাদের কাছে প্রথম এই বার্তা পৌঁছায় -

"পুরুলিয়ার প্রিয় কৃষক বন্ধুরা ,

আপনাকে " কৃষকসাথী - সাটসা , পুরুলিয়া "-তে স্বাগত , আমরা পুরুলিয়া জেলার কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা একত্রিত হয়ে আপনার মতো প্রগতিশীল চাষীদের সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়া জেলার কৃষিক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান ও উন্নতির লক্ষ্যে এই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপটি গঠন করেছি । কৃষি সহস্বীয় বিভিন্ন বিষয়ের আদানপ্রদান , বিভিন্ন সমস্যা-পাঠ্যোগী বার্তা , আপনার ফসলের নানারকম রোগ ও পোকামাকড়ের সমস্যা ও সমাধানের চেষ্টায় আমরা এর মাধ্যমে ব্রতী হয়েছি । দীর্ঘকাল ধরে খবরের কাগজ , রেডিও , কৃষি প্রশিক্ষণের ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে কৃষকের কাছে পৌঁছালেও আমরা আমাদের আমাদের অনুসন্ধানের দ্বারা দেখছি অনেকসময় আমরা বিভিন্ন কারণে আপনারদের সমস্যার সমাধানে তৎক্ষণাৎ পৌঁছাতে পারি না । বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার বেড়েছে । কৃষিক্ষেত্রে একে ব্যবহার করে আপনারদের কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছানোর আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস । এই গ্রুপের মধ্যে থাকলে আপনি কৃষিসহস্বীয় যে কোনো সমস্যা জানালে তৎক্ষণাৎ আপনাকে সমাধানের পথ বাতলে দেবো । এ হলো চটজলদি পুরুলিয়ার অভিজ্ঞ প্রগতিশীল কৃষকদের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার কৃষি আধিকারিকদের মেলবন্ধন যেখানে আপনি আপনার সমস্যার কথা সরাসরি আমাদের জানাতে পারবেন । আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলে পুরুলিয়া জেলাকে এক নবদিশায় আলোকিত করে তুলি । কৃষিসহস্বকে আপনার মূল্যবান মন্তব্যের অপেক্ষায় আমরা রইলাম । অবশেষে এই গ্রুপে আপনার মূল্যবান যোগদানের জন্য আমাদের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও অসংখ্য ধন্যবাদ ।

- সাটসা ,
পুরুলিয়া শাখা

প্রথমদিকে যেখানে গড়ে প্রতিদিন ২-৩ টি পোস্ট আসছিল যেটা কিনা ১ মাসের মধ্যে ১৭-২২ এ দাঁড়ায়। একইসাথে আমাদের দিক থেকে response time শুরুতে যা ৮ ঘণ্টা ছিল সেটা কমতে কমতে ২-৩ ঘণ্টায় আনতে পারি। যদিও এর জন্য আমাদের টেকনিক্যাল কমিটিকে রিতিমত হিমসিম খেতে হয়। কারণ জিজ্ঞাসার বিসয়বস্তুর ব্যাপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন - মাছচাষের পদ্ধতি, ইটিভি বাংলার অনন্দাতা অনুষ্ঠানের টোল ফ্রি নাংবার, পুকুরের কেসিসি (KCC) ইত্যাদি। আমরা বাধ্য হই আমাদের সকল যোগাযোগের সূত্র ব্যবহার করে যথাসম্ভব চাষীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার।

হেই নভেম্বরের প্রশিক্ষণ শিবিরে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় কুড়িজন লিড-ফার্মার 'কৃষকসার্থী' রূপে তাদের অঞ্চলে কাজ করার জন্য সহমত হন। এবং যে বিষয়টি আমাদের সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করে যে তারা নিজেরাই বলেন - যে তাদের অঞ্চলের বিভিন্ন চাষীদের, যাদের কাছে স্মার্ট ফোন নেই তাদের সমস্যার কথা 'কৃষকসার্থীরাই' গ্রুপে পোস্ট করবেন। এইভাবে গোটা জেলার কৃষক তথা সার্বিকভাবে কৃষির উন্নতিকল্পে এই নতুন প্রজন্মের স্মার্ট 'কৃষকসার্থীদেরকে' নিয়ে সাটসার পথ চলা শুরু।

